যুগান্তর

তারিখ 25 MAY 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

সরকারি মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষায় আমূল সংস্কার আসছে

মুনিরুজ্জামান উজ্জ্বল

সরকারি মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি পরীক্ষায় আমূল সংস্কার আসছে এ বছর দেশের ১৪টি মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় আসন সংখ্যার মাত্র চার গুন বেশি ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। মেধাক্রম অনুযায়ী এ সুযোগ দেয়া হবে। কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকায় অভিন্ন প্রশ্নপত্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। দেশের সব মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ও ডিনদের নিয়ে বসিরেই স্বাস্থ্য অধিদফতরে এক বৈঠকের মাধ্যমে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা কোচিং সেন্টারের ওপর এবার কঠোর গোয়েন্দা নজরদারি থাকবে। শুধু তাই নয়, কোন মেডিকেল কলেজের কোন চিকিৎসক কোন কোচিং সেন্টারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত, সে ব্যাপারে খোঁজখবর নেয়া হচ্ছে।

গত বছর ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে গঠিত ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটির সুপারিশক্রমে বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষার আদলে এ সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সরকারের উচ্চ মহল থেকেও সংস্কারের পক্ষে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেছে। মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষায় স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনতে এ সংস্কার প্রয়োজন বলে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করেছেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদফতরের একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

বর্তমানে সারা দেশে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। রাজধানীর বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র ঘুরে দেখা গেছে, পরীক্ষা শেষে ছাত্রছাত্রীরা বের হয়ে আসার সময় তাদের হাতে বিভিন্ন কোচিং সেন্টারের লিফলেট ধরিয়ে দেয়া হচ্ছে। প্রতিটি লিফলেটেই সংশ্লিষ্ট কোচিং সেন্টারকে সেরা দাবি করা হচ্ছে। গত বছর বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের ভর্তি পরীক্ষার মেধা তালিকায় স্থান লাভকারী ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন কোচিং সেন্টার তাদের ছাত্রছাত্রী বলে দাবি করছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্বাস্থ্য অধিদফতরের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা যুগান্তরকে জানান, কোচিং সেন্টারগুলোতে শিক্ষার নামে অনৈতিক শিক্ষা চলছে। তারা এমন একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ গড়ে তুলেছে, মেধাবী ছাত্রছাত্রীরাও এখন মনে করছে কোচিং সেন্টারে ভর্তি না হলে মেডিকেল কলেজে সুযোগ পাওয়া যাবে না। এজন্য অর্থলোভী কিছু মেডিকেল কলেজের শিক্ষকরাও দায়ী।

গত কয়েক বছর ধরে সরকারি মেডিকেল কলেজের ভর্তি পরীক্ষার আগেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠছে। গত বছরও এ ধরনের অভিযোগ উঠলে স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য শক্তি উন্নয়ন) প্রফেসর ডা. খন্দকার মুশফিক শিফায়েতউল্লাহর অনুরোধে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা অভিযোগ

আসছে : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

আসছে : সংস্কার

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

খতিয়ে দেখে। এছাড়া স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ মনিরুল ইসলামকে প্রধান ও সিনিয়র সহকারী সচিব আবেদা আক্তারকে সদস্য সচিব করে তদন্ত কমিটিও গঠিত হয়। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে সরাসরি প্রশ্নপত্র ফাঁসের কথা বলা না হলেও বলা হয়, বিভিন্ন কোচিং সেন্টার ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি পরীক্ষায় নিশ্চিত সুযোগ পাইয়ে দেয়ার নাম করে প্রত্যেকের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা গ্রহণ করে। অনেক কোচিং সেন্টারে সরকারি মেডিকেল কলেজের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষকরা ক্লাস নেন। অনেক ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবক জানিয়েছেন, কোচিং সেন্টারের মালিকরা পরীক্ষার আগের রাতে হুবহু প্রশ্ন সরবরাহ দেয়ার নাম করে মোটা অংকের টাকা গ্রহণ করেন।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, বিভিন্ন কোচিং সেন্টার সুকৌশলে মেধাবী ছাত্রছাত্রী খুঁজে বের করে। তাদের বিনামূল্যে কোচিংসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিয়ে নিজ নিজ কোচিং সেন্টারে ভর্তি করে। ওই মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা নিজ মেধায় ভর্তি পরীক্ষায় সুযোগ পেলেও কৃতিত্ব দাবি করে সংশ্লিষ্ট কোচিং সেন্টার।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক চিকিৎসা শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য শক্তি উন্নয়ন প্রফেসর ডা. খন্দকার মোঃ শিফায়েতউল্লাহ বলেন, ভর্তি পরীক্ষায় স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনতেই এ সংস্কার করা হবে।